

হাদীছে ক্বোদছী কাকে বলে?

আল্লাহর (ﷺ) যে বক্তব্য আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে রাছুল (ﷺ) এর নিজ ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে, তাকেই হাদীছে ক্বোদছী বলা হয়।

হাদীছে ক্বোদছী এবং ক্বোরআনুল কারীমের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, ক্বোরআনুল কারীমের শব্দ, বাক্য, বিষয়-বস্তু মোটকথা সবকিছু আল্লাহর (ﷻ) পক্ষ থেকে জিবরাঈল (ﷺ) এর মাধ্যমে রাছুল (ﷺ) এর নিকট নাযিলকৃত। এটি আল্লাহর (ﷻ) সুমহান বাণী, এর শব্দগুলো অলৌকিক ও অনুপমেয়। এর তিলাওয়াতের দ্বারা ‘ইবাদাত করা হয় এবং তা বহুল বর্ণিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে হাদীছে ক্বোদছীর মূল বক্তব্য তথা বিষয়-বস্তু আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত, তবে এর শব্দ ও বাক্যগুলো অলৌকিক ও অনুপমেয় নয়। এগুলো হলো রাছুল (ﷺ) এর চয়নকৃত, অর্থাৎ আল্লাহর (ﷻ) বক্তব্য, রাছুলের (ﷺ) নিজ ভাষায় বর্ণিত বা উদ্ধৃত। হাদীছে ক্বোদছী পাঠের দ্বারা ‘ইবাদাত করা হয় না এবং তা বহুল ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া শর্ত নয়। হাদীছের বিশাল ভাডারে প্রায় শতাধিক হাদীছে ক্বোদছী বর্ণিত রয়েছে। যেমন- সাহীহ মুছলিম আবু যার আল গিফারী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাছুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেন:-

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا.^১

অর্থ- হে আমার বান্দাহগণ! আমি আমার নিজের জন্য যুল্মকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছি এবং এটাকে তোমাদের মধ্যেও হারাম সাব্যস্ত করে দিয়েছি, অতএব তোমরা এক অপরের প্রতি যুল্ম করো না।^২

সূত্র:- আশ শাইখ ‘আব্দুল কারীম মুরাদ (رحمته الله) ও আশ শাইখ ‘আব্দুল মুহছিন আল ‘আব্বাদ (رحمته الله) সংকলিত পুস্তিকা “মিন আত্বইয়াবিল মানহি ফী ‘ইলমিল মুসতালাহ” – মাদীনা ইছলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।

১. رواه مسلم.

২. সাহীহ মুছলিম